যুগান্তর

তারিখ 07 SEP 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তরের গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

সৃজনশীলের ত্রুটি দূর করতে দরকার প্রশিক্ষণ ও তদারকি

যুগান্তর রিপোর্ট

যুগান্তর আয়োজিত 'সৃজনশীলের ভালো-মন্দ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পদ্ধতি হিসেবে সৃজনশীলের কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা যা আছে তা হচ্ছে প্রয়োগে। এই পদ্ধতির প্রায়োগিক ত্রুটি দূর করতে দরকার আরও প্রশিক্ষণ ও নিবিড় তদারকি। তিনি বলেন, আলোচনায় যেসব ভুলত্রুটি উঠে এসেছে তা দূর করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ সময় তিনি পাবলিক পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্নের পূর্ণমান কমানোর কথাও জানান। একইসঙ্গে তিনি বলেন, যারা কোচিং বাণিজ্য করেন এবং প্রশ্ন ফাঁস করেন তারা শিক্ষক নামে কুলাঙ্গার।

যারা কোচিং বাণিজ্য ও প্রশ্ন ফাঁস করেন তারা শিক্ষক নামে কুলাঙ্গার

রোববার সকালে যুগান্তর কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এ গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন যুগান্তর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম। এতে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী। আলোচনায় অংশ নেন যুগান্তরের উপ-সম্পাদক আহমেদ দীপু, মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন কর্মসূচির (সেসিপ) জয়েন্ট ডিরেক্টর রতন কুমার রায়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েফউল্লাহ, মুন্সীগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মতিউর রহমান, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মাকসুদ উদ্দিন, শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপারসন আসমা পারভীন, অভিভাবক ফোরাম সভাপতি জিয়াউল কবীর দুলু, অভিভাবক সমন্বয় পরিষদ সাধারণ সম্পাদক নীপা সুলতানা এবং আমতলী ওয়েলফেয়ার এস্টেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতিমা শারমীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুগান্তরের উপ-সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রতন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনা আসছে। প্রশ্ন তৈরি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বই লেখা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটির ত্রুটি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ত্রুটি : সৃজনশীলের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কথা আলোচনায় এসেছে। সবার বক্তব্যে উঠে আসা এসব ত্রুটির নোট নিয়েছি। আমার সহকর্মীরাও নোট নিয়েছেন। এখানে যেসব ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে এবং সুপারিশ পাওয়া গেছে, সেগুলোর আলোকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

জনাব নাহিদ বলেন, আমাদের ভুলত্রুটি যে নেই তা নয়। সবকিছু ভালো করেছি, তা বলব না। তবে এই সমস্যাকে উন্নয়নের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মা কষ্ট সহ্য করে আমাকে দুনিয়াতে এনেছেন। সুতরাং উন্নয়নের বেদনা তো আছেই, তা সহ্য করতে হবে। যত উন্নত হব, তত সমস্যা বাড়বে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে আমরা যেসব সমস্যার কথা জানলাম সেটাও তেমন একটি সমস্যা। তিনি বলেন, এমসিকিউ প্রশ্ন ও পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি আমাদের নজরেও এসেছে। এমসিকিউতে ৪০ নম্বর থেকে কমানো বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসব যাতে সবাই মিলেমিশে উত্তর দিতে না পারে। এইচএসসির পাঠ্যক্রম আর সময়ের সমন্বয়ের কথা এসেছে। আমরা শিক্ষকদের এ বিষয়ে ডাকব। তাদের মতামত নিয়ে এ বিষয়ে যৌক্তিকতা আনা হবে।

তিনি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পক্ষে অভিমত পোষণ করে বলেন, মর্যাদা এবং ভালো বেতন কাঠামোসহ নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসছেন। কিন্তু অন্য স্তরে আমরা তা পাচ্ছি না। এ ক্ষেত্রে অনেকেই অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে আসছেন এ পেশায়। সমস্যা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেককে ১০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় বলে অভিযোগও আছে। এভাবে মেধাবীদের আকৃষ্ট করা যাবে না। তাদের আকৃষ্ট করতে হবে। এজন্য বেতন স্কেল এমন করতে হবে যাতে তাদের ন্যূনতম খাওয়া-পরা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা খাতে বরাদ্দের করুণ চিত্র তুলে ধরে বলেন, এরপরও আমি বলব, শিক্ষকদের আরও মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। তারা ধর্মঘটে যাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে, আমার কী করার আছে? আমি কোন পক্ষ নেব? আমি বলি, আমি শিক্ষা পরিবারের পক্ষেই অবস্থান নেব। এতে আমার চাকরি থাক বা না থাক। তিনি শিক্ষকদের পেশার বাইরে নেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে নেয়ার আহ্বান জানান।

ধারণাপত্রে অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী বলেন, আমেরিকান শিক্ষা তত্ত্ববিদ বেঞ্জামিন ব্লুম গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন মূল্যায়ন ও গবেষণা করে 'কাঠামোগত পদ্ধতি' আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিখনের জন্য ব্লুমের 'টেক্সোনমিকে' অনুসরণ করে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধার জড়ত্ব ও মুখস্থ বিদ্যার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃষ্টিক্ষম করে তোলার জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। তিনি সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে একদিকে আর্থিক দিক যেমন রয়েছে, অপরদিকে সামাজিক ও আচরণিক বিভিন্ন উপাদানও এর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রধান শিক্ষকদের অনীহা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অভাব, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি মোট ১০টি সুপারিশ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে যুগান্তর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম বলেন, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা হিসেবে সংবাদ প্রকাশ করে। এর পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এ ধরনের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজনও করে। এ ধরনের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো উঠে আসে, যা দেশ ও জাতিকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, ছয় বছর আগে যুগান্তরের উদ্যোগে সারা দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে 'ডিজিটাল ক্যাম্পাস' প্রচারণা চালানো হয়। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনা ও আইটি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে কাজ করেছে যুগান্তর। এটা আমাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০০৬ সাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা শুনলেও বাস্তবায়ন হয়েছে ২০১০ সালে, যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জ্ঞানের জগতকে আরও প্রসারিত করতে আমরা নতুন একটি পদ্ধতিতে ঢুকেছি। কিন্তু চর্চার ক্ষেত্রে দেখলাম অনেক জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও বলেছেন, অনেক ত্রুটি শুধরানো হয়েছে। আরও কিছু বাকি রয়েছে। আমি আশা করি, আগামী দিনে এসব ত্রুটি শুধরে আরও ভালো কিছু করতে পারব।

রতন কুমার রায় বলেন, এ পদ্ধতির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। আমরা প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি দিকে নজর দিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে— কীভাবে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়, কীভাবে তা পরিমার্জন (মডারেশন) করতে হয় আর তৃতীয়টি হচ্ছে খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি। সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাননি বলে অভিযোগ আসছে। আমরা স্বীকার করি যে, প্রশিক্ষণ আরও বেশি হওয়া দরকার ছিল। এক্ষেত্রে সময়ও বেশি দেয়া দরকার ছিল। তবে এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ আমরা অব্যাহত রাখছি।

অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্লাহ বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে তেমন কোনো মন্দ দিক নেই। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে সমস্যা থাকতে পারে। ওই সমস্যা সমাধানে অনেক আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে গাইড বইয়ের যাতে প্রভাব না পড়ে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরিমার্জনের স্থানে সিসি ক্যামেরা থাকে। একইভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকরা মনোযোগী থাকেন। শিক্ষকদের নৈতিকতা উন্নত করতে পারলে সৃজনশীলতায় সুফল পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অধ্যাপক মতিউর রহমান বলেন, সৃজনশীল ভালো হলেও এর বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে এটা পদ্ধতির দোষ নয়। যারা এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেন, এটা তাদের সমস্যা। তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ভুল-ত্রুটি শুধরে এ পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে ৪০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নিয়ে আপত্তি রয়েছে। এ ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় পরীক্ষার হলগুলো শিক্ষার্থীদের ফিসফিসানি চলে। অনেক শিক্ষক নানাভাবে উত্তর বলে দেন। তাই মেধার মূল্যায়নে ৪০ নম্বর থেকে কমিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ১০ নম্বরে কমিয়ে আনার প্রস্তাব করেন তিনি।

অধ্যক্ষ মাকসুদ উদ্দিন বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির কোনো সমস্যা আমি দেখি না। আমার মতে, সমস্যাটা রয়েছে প্রয়োগে। আর রয়েছে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়নে। সৃজনশীলে চারটি ধাপে প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। এ ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এখন তাদের অনেকেরই পড়া সীমিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বেছে বেছে কয়েকটা সূত্র পড়লেই হয়ে যায়।

শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারপারসন আসমা পারভীন বলেন, এবার উচ্চমাধ্যমিকে নতুন ইংরেজি বই চালু করা হয়েছে। আগের বইটির তুলনায় এটি অনেক ভালো। সাহিত্যভিত্তিক করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। এতে একইসঙ্গে গদ্য ও পদ্যের উপস্থিতি আছে। শিক্ষার্থীকে ভাষা, সাহিত্য, ভোকাবুলারি (শব্দ ভাণ্ডার) ইত্যাদি শেখাতে সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জিয়াউল কবীর দুলু বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের সৃজনশীল করতে হবে। আইন করে নোট-গাইড নিষিদ্ধ করতে হবে। ক্লাসরুমে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। একশ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট বা কোচিং করতে জিম্মি করে ফেলছেন। অতিরিক্ত ক্লাসের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং বাণিজ্য শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও বেশিরভাগ শিক্ষকদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নেই।

নীপা সুলতানা বলেন, সৃজনশীলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব তেমন নেই। প্রভাবটা রয়েছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের নতুন বই শিক্ষার্থীরা পেয়েছে। চমৎকার বই। কিন্তু এখনই এসব বইয়ে নানা ধরনের ভুলত্রুটি রয়েছে। প্রতি বছর বই পরিমার্জন অব্যাহত রাখা দরকার।

ফাতিমা শারমীন বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিটা খুবই ভালো। আমার মাঝেমধ্যে আফসোস হয় কেন আমাদের সময়ে এটা ছিল না। আমার মনে হয়, পদ্ধতির মধ্যে না গিয়ে সমস্যাটা অন্যত্র খুঁজতে হবে। সেটা শিক্ষকের মান, পাঠদান, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের বেতনভাতা ও মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের বর্তমানে গ্রেডিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়। জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য অনেক শিক্ষার্থী এখন সব অধ্যায় পড়ে না।

রফিকুল ইসলাম রতন বলেন, যুগান্তর বা আমরা কেউই সৃজনশীল পদ্ধতির বিরুদ্ধে নই। ৬ বছর আগে চালু করা এই পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। অনেকে সমালোচনাও করছেন। আমরা চাই এ পদ্ধতি এগিয়ে যাক। এক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা বেরিয়ে আসুক। কেননা সমস্যা চিহ্নিত হলেই তা সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন, আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে সৃজনশীলের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের আঁতুরঘর হচ্ছে ক্লাস রুম। ক্লাসরুমে যদি ঠিকমতো পাঠদান না হয়, তাহলে এই পদ্ধতি সফল বাস্তবায়ন কঠিন হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নের সমস্যার বিষয় তুলে ধরে যুগান্তরের উপ-সম্পাদক আহমেদ দীপু বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কী পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে সৃজনশীলতা হচ্ছে কিনা, তা মনিটরিং করা দরকার। পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী কারিকুলাম ঠিক করতে হবে। নবম-দশম বা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী কতটুকু ধারণ করতে পারবে সে অনুযায়ী সিলেবাস ঠিক করা দরকার। এছাড়া নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৪০ নম্বর আদৌ দরকার আছে কিনা, তা দেখার বিষয়। নৈর্ব্যক্তিক ৪০ নম্বর থাকায় শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীরা সহজেই অসদুপায় অবলম্বন করছে। এর ফলে পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পাচ্ছে। তবে ভালো ফলের মান থাকছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৯৫ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী ফেল করছে। তার মানে কী দাঁড়ায়, সৃজনশীল পদ্ধতি ফেল করেছে— প্রশ্ন রাখেন তিনি।